দেখে শুনে হতজ্ঞান।

শ্রীযুত বাবু হারানচন্দ্র মিত্রের প্রযত্নে

শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র দ্বারা গদ্যপদ্য ছন্দে.

কলিকাতা।

ই ডানিধন যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে উক্ত যন্ত্রে কিম্বা আড়পুলি রাজারডাঙ্গার নরসিংহ লেনের ২ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন

সন ১২৭০ সাল তারিখ ১৬ই শ্রাবণ

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র

মঙ্গলাচরণ।

ত্রিপদী।

জয় প্রভু জগদীশ, পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ,
পরাৎপর পতিতপাবন।
নিরাকার ব্রহ্মময়, অসীম করুণালয়,
নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন॥
তুমি বিভু বিশ্বময়, বিশ্বের সৃজন হয়,
ধ্বংসন পালন আদি যত।
তোমার কটাক্ষে হয়, ভূচর খেচর চয়,
জলচর আদি নানামত॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরে, দিনকর নিজকরে,
ধরাপরে করেন শাসন।
আগত হলে যামিনী, নভোপরে নিশামণি,
নিজ সুধা করে বিতরণ॥

সা[illegible]খানি তার হস্তাক্ষর দোষ।
এত শত [illegible]হিয়ানা দিল রাখি॥
গোপী নাথের [illegible] গুণ সকলেতে হেরে।
দেশ দেশান্তরে [illegible] সুপ্রশংসা করে॥
এক দিন কুঠি হ[illegible]রি গৃহ পরে।
বিশ্রাম করেন বসি [illegible]ক [illegible]॥
মনোহর দ্রব্যে সেই ঘর বিভূষিত।
নানা জাতি প্রতিমূর্ত্তি আছে বিরাজিত॥
হেরিলে সে শোভা সবে হইবে মোহিত।
আহা মরি ঘর কিবা অমর বাঞ্ছিত॥

কিশোরীলাল, শশিভূষণ, অমৃত লাল, বিজয়গোপাল ও অন্যান্য কয়েকজন বাবুর আগমন।

গোপী বাবু। উক্ত বন্ধুগণকে দর্শন মাত্র, (আস্তাজ্ঞা হউক, আস্তাজ্ঞা হউক, বলিয়া) তাহাদিগকে বহু যত্ন পুরঃসর স্বীয় সন্নিধানে উপবেশন করাইলেন ও ভৃত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ওরে বিশে, শীগির করে একছিলি তামাক দে।

বিশ্বনাথ। আজ্ঞে দিচ্ছি মশাই।

এতেক শুনিয়া বাণী সেবক চলিল।
শীঘ্র করি অম্বুরীয় তামাকু সাজিল॥
হুঁকাপাত্র আনি দিবা নল নিরমিল।
কিশোরী বাবুর হস্তে [illegible] করি দিল॥

কিশোরী বাবু [illegible] বিশ্বনাথের হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া তাম্রকূটের ধূম পান করিতে লাগিলেন।

গোপী বাবু, কিশোরী বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।

কহ২ প্রিয় সখা, কেমন আছহে।
বহু দিন পরে তব সঙ্গে দেখা হয়েছে॥
পরিশেষে এক কথা শুনহ ভারতী।
দেশের কুশল কিবা কহ মহামতি॥
তোমার উদয় মান লক্ষিত করহ।
মম পাশে সবিশেষ পরিচয় দেহ॥

কিশোরী বাবু। সখা! এ অধম জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ও তোমাদিগের আশীর্বাদে শারীরিক সুস্থ আছে, আর আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে দেশের কুশল কি, তা দেশের কুশল কি কহিব দেখেশুনে হতজ্ঞান হইয়াছি।

দেখেশুনে হতজ্ঞান।

গোপী [illegible]। কি, কিবল্লে! দেখেশুনে হত জ্ঞানহইয়াছ, [illegible]র কারণ কি আমাকে সবি শেষ প্রকাশ করিয়া[illegible]ল।

কি[illegible]রী বাবু।

দেখেশুনে হতজ্ঞা[illegible]
যদ্যপি নিতান্ত সখা শুনিবে হে তুমি।
তবে শুন গোপী বাবু বরি নিবেদন।
মনদিয়া শুন হতজ্ঞান বিবরণ॥

গোপী বাবু। বলহ সখা! সে কেমন!

কিশোরী বাবু। সখা! তবে শ্রবণ কর।

আদিবিবরণ।

লঘু ত্রিপদী।

আছিল যখন, সলিলে মগন,
অণ্ডরূপে ভূমণ্ডল।
নাহি ছিল জ্যোতি, চন্দ্র সূর্য্য গতি,
তিমিরে পূর্ণ কেবল॥

তৎকালে আছিল, উপর গগনে,
আদ্যাশক্তি মহামায়া ।
করেন মনন, করিতে সৃজন,
হাবর জঙ্গম কায়া ॥
করিয়া মননেতে, নিজ দেহ হতে,
বিষ্ণুরে সৃজন করি ।
তবে বিধাতারে, সৃজন যে করে,
বিষ্ণু নাভিপদ্মোপরি ॥
চাহি তাঁর প্রতি, সৃজন আরতি,
দিলেন করিয়া বিধি ।
মায়ের বচন, করিয়া শ্রবণ,
সম্মত হইল বিধি ॥
তবে প্রজাপতি, পাইয়া আরতি,
ক্রমেতে সৃজন করে ।
আদি পঞ্চ ভূত, বৃক্ষ যে বহুত,
জীব জন্তু আদি নরে ॥
চন্দ্রমা তপন, আদি তারাগণ,
আর আর যত আছে ।
হয়ে হৃষ্টমতি, তবে প্রজাপতি,
সৃজন করিল পাছে ॥

দেখেশুনে হতজ্ঞান।

যাহা [illegible]তিরে, বিধি বিধি করে,
দেন নিয়মানুসারে।
সে বিধি এখন, ভ্রমে জীবগণ,
কেহ না পালন করে॥
জানেনা যে আছে, এক দিন পাছে,
অতি ঘোর ভয়ঙ্কর।
নাহিক সে ভাবে, পরিত্রাণ পাবে,
কিরূপে সে দিন নর॥
অধিক ইহার, হত জ্ঞান আর,
বল সখা কিনা আছে।
করিলে শ্রবণ, আমি বিবরণ,
কহিলাম তব কাছে॥

গোপী বাবু। কিশোরী বাবুর এতদ্রূপ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সানন্দ চিত্তে কহিলেন. সখা! তুমি যাহা কহিলে তাহার কিছুমাত্র অলীক নয় সকলি যথার্থ।

অমৃতলাল বাবু। গোপী বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! সকলি কালের প্রাদুর্ভাবে করে, যেহেতু দেখুন (পুরাণাদিতে কথিত আছে

দেখেশুনে হতজ্ঞান।

সত্য যুগে প্রাণি সকল ধর্ম্ম পরায়ণ, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, নিষ্ঠাব্রতী, এইরূপ সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন, একারণ তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত মানব দেহ ধারণ করিয়া সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

পরে ত্রেতাযুগে জীব সকল কালের মাহাত্ম্যে এক ভাগ মিথ্যা ও তিন ভাগ সত্য কহিয়া আপনাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সুখে ও সচ্ছন্দ রূপে কাল যাপন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

পরে তৃতীয় যুগে লোক সকল কাল বশেতে অর্দ্ধেক মিথ্যা ও অর্দ্ধেক সত্য কহিয়া যথাসুখে কাল যাপন করিয়াছেন।

কিন্তু, কলিযুগে দেখিতে পাওয়া যায়, মানবগণ প্রায় সমুদয় মিথ্যা ও এক আনা মাত্র সত্য কহে, আর নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া, শঠতা, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য, ইত্যাদি অনেক প্রকার ভয়ঙ্কর অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম পথকে কন্টকাবৃত ও অধর্ম্ম পথকে পরিস্কৃত করিয়া অশেষ পাপে পাপী হয়, এবং নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ

করে, অতএব মহাশয় ইহার অধিক হতজ্ঞান আর কি হইতে পারে।

শশি বাবু। কিশোরী বাবু ও অমৃত লাল বাবুর কথা শ্রবণ করিয়া গোপী বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন; মহাশয়! এক্ষণে ভদ্র লোকের আর কোন মতে মান নাই, কারণ যদি কোন মহদ্ব্যক্তি ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে প্রত্যাশা করেন, এক্ষণে কালবশে ও লোকদিগের চরিত্র গুণে সে আশা ফলবতী হওয়া দূরে থাকুক বরং সমূলে বিনাশ হয়।

অতএব মহাশয়! জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে মানেং অতি স্বল্প দিনের মধ্যে এ লীলা সম্বরণ করি, আর অধিক দিন বাঁচিতে সাধ নাই, যেহেতুক কালের চরিত্র ও জনগণের কর্ম্মকাণ্ড দেখেশুনে একেবারে হত জ্ঞান হইয়াছি।

গোপী বাবু। উক্ত বন্ধু বর্গের সহিত স্বীয় বিলাস মন্দিরে উপবেশন করিয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহা দিগের কর্ণ কুহরে আচম্বিত এক ভয়ানক

কোলাহল শব্দ প্রবিষ্ট হইল, হঠাৎ ঐ শব্দ শ্রুতমাত্র গোপীবাবু বিস্ময়াবিষ্ট ও সন্দেহান্বিত হইয়া কহিলেন। স্থির হও২ ঐ একটা কি ভয়ানক গোলোযোগ হইতেছে, আইস অগে উহার বিশেষ অনুধাবন করা যাউক।

বিজয় বাবু। (সসব্যস্তে) মহাশয়। স্থির হউন, আমি আগে ইহার তত্ত্বাবধারণ করিতেছি। ইহা কহিয়া বারাণ্ডার উপরে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক রাজপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং অল্প কালপরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিলেন। মহাশয়! এ স্থান হইতে কেবল গোলযোগই শুনা যাইতেছে, বিশেষ তথ্য জানিতে পারিলাম না, সবিশেষ জানিতে হইলে রাজ পথে গমন করিতে হয়।

অতঃপর, এই কথা বলিয়া সকলে অতি সত্বরে ঐই শব্দাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, পথে যাইতে২ দেখিলেন, যে এক পরম তেজস্বী সন্ন্যাসী, তাঁহার মস্তকে জটাভার ও গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, করেতে ত্রিশূল, কমণ্ডলু ও জপমালা কটিদেশে ব্যাঘ্র-

ছাল পরি[illegible] করিয়া রাজপথে গমন করি-
তেছেন।

কতকগুলি বরাকুরে, উন্‌পাজুরে, বাপে
মারা, মায়ে খ্যাদা, অতি মন্দ প্রকৃতি লোক
তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়া তাঁহাকে ত্যাক্ত-
বিরক্ত করিতেছে।

কেহবা পথ হইতে ধূলা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার
গাত্রে নিক্ষেপ ও কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার
ব্যাঘ্র ছাল উন্মোচন, কেহ২ করতালি প্রদান
করিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে।

কিশোরী বাবু। এই সকল ব্যাপার দর্শন
করিয়া গোপা বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন
সখা! এ দুশ্চরিত্র ও নৃশংস দিগের আচার
দেখিলে. আহা! জগদীশ্বর এ সকল ব্যক্তিকে
ধরা সুখ ভোগ হইতে বিমুখ না করিয়া যাহা
সদা সর্ব্বক্ষণ ভারত বর্ষের হিত ও উন্নতি চিং
করেন তাঁহাদিগকে অতি শীঘ্র কৃতান্তের করা
গ্রাসে নিক্ষেপ করেন। এই কথা বলিয়া (কি
ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া) পুনর্ব্বার কহিলেন, সখ
না, না, তাঁহার কোন দোষ নাই, তিনি সরলা

করণ ও সর্ব্ব জীবে সমান ভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন, এ কেবল কালের মাহাত্ম্যেতে হইতেছে। সখা! বল দেখি ইহার অধিক হতজ্ঞান আর কি হইতে পারে।

গোপীবাবু। সখা! ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা সন্ন্যাসীকে ত্যাক্তবিরক্ত করিতেছে আমি উহাদিগকে চিনি।

কিশোরী বাবু। সখা! উহারা কাহার পুত্র, কি জন্য এমন নির্দ্দয় আচরণ করিয়া থাকে।

গোপীবাবু। সখা! উহারা সকলে ভদ্র-সন্তান, কেহবা মুখোয্যা মহাশয়দের, কেহবা চাটুর্য্যা মহাশয়দের, কেহবা বাড়ূর্য্যা মহাশয়-দের ও অন্যং ভদ্র লোকের ঘরের কুলাঙ্গার, উহারা বাল্যকালাবধি বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া ক্রীড়াতে আশক্ত হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছে।

পরে যৌবন কাল সমাগতে সকলে বেশ্যাতে আশক্ত হইয়া নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া করিতেছে, আর সকলে গাঁজা, গুলি, আফিম, চণ্ডূ, চরুস ও মদ্য পানে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আপনাদিগের

পিতা ও পিতামহের নামে চূণ কালি দিয়া অতি অসৎ সহবাসে নিয়ত বাস করিতেছে।

কিশোরীবাবু। গোপীবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখা! বাল্যকালাবধি পিতা মাতা স্বীয় পুত্ত্রকে যদি যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা না করান্ ও উত্তম সহবতে না রাখেন তাহা হইলে সে মাতা ও পিতাকে যাবজ্জীবন এইরূপ দুঃখ ও অপযশ প্রাপ্ত হইতে হয়।

পরে গোপীবাবু উক্ত বন্ধুবর্গের সমভিব্যাহারে ঐ সকল কথা কহিতেং সেই জনশ্রুতির নিকটবর্ত্তী হইলে, ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা সন্ন্যাসীকে ত্যক্ত বিরক্ত করিতে ছিল, তাহারা গোপীবাবুকে দর্শনমাত্রই ইতস্ততঃ পলায়ন করিল।

গোপীবাবু। সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অতি সকরুণ বচনে কহিলেন, (হে মহাত্মন যোগীবর!) আপনাকে কি জন্য ঐ সকল পাপাত্মারা বিরক্ত করিতেছে।

সন্ন্যাসী। গোপীবাবুর এতাদৃশ করুণা বাণী শ্রবণ করিয়া কহিলেন, (হে দয়াবান্!) আমি অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া ঐ বিপনির মধ্যে গমন

করিয়া কহিলাম, যে আমি অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, অতএব তোমরা আমাকে এক পাত্র নীর প্রদান কর. সেই সময়ে ঐ সকল নির্দ্দয় ও নৃশংস ব্যক্তিরা ঐ বিপনির মধ্যে ছিল, উহারা আমাকে দর্শন মাত্র আমার সহিত পরিহাস ও ব্যাঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল, আমি ঐ সকল দুশ্চরিত্রদিগের ব্যবহার দেখিয়া জলপান না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, কিন্তু ইহা করিয়াই যে উহারা ক্ষ্যান্ত হইল এমত নয়, বরং আমার পশ্চাতে২ আসিয়া কেহ গাত্রে ধূলা প্রদান ও কেহ ব্যাঘ্র চর্ম্ম উন্মোচন. কেহ ত্রিশূল ও কুমণ্ডল টানিতে লাগিল, এবং সকলে উচ্চৈস্বরে হোর্‌রা ধ্বনি করিয়া হাস্য করিতে লাগিল।

আমি ঐ সকল হতভাগ্যদিগের আচরণ ও ক্রিয়া সকল দর্শন করিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইয়া জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি. যে হে ভগবান্ ! আপনি এ দীনের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া অতি সত্বরে আমাকে এই নির্দ্দয় ও নৃশংস ব্যক্তিদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন্।

কিন্তু এক্ষণে দেখিলাম, যে তিনি অত্যন্ত দয়াময় ও ভক্তবৎসল, যেহেতুক যেই মাত্র এই মানব করিয়াছি, সেই নিমেষের মধ্যে আপনার যেন তাঁহার প্রেরিতের ন্যায় ও প্রচণ্ড তপনের ন্যায় আমার এই সকল শত্রু রূপ তমরাশিকে দূরীকৃত করিলেন।

গোপীবাবু। সন্ন্যাসীর এতদ্রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, (হে মহাত্মন্!) যদি অভিরুচি হয়, তবে মদীয় গৃহে শ্রীচরণ রেণু প্রদান করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে আমি চরিতার্থ বোধ করি।

সন্ন্যাসী। গোপীবাবুর বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনার সদৃশ ব্যক্তিদিগের নিকট ব্যতিরেকে সাধু ব্যক্তিদিগের তুষ্টি স্থান কোথায়? অতএব চলুন আপনকার বাটীতে গিয়া কিঞ্চিৎ কাল সুস্থ লাভ করি। ইহা কহিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গোপীবাবুর গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

গোপীবাবুর বাটীতে জ্ঞান সাগর বিদ্যারত্নের আগমন।

বিদ্যারত্ন। অত্যন্ত বয়োধিক হওয়াতে গাত্রের সমুদয় মাংস লোলিত হইয়াছে, কিন্তু আহারের ভোগেতে করে তাঁহার চক্ষুর বা শরীরের কোন অনিষ্ঠ ঘটে নাই।

উক্ত বিদ্যা রত্ন শুভ্র বসন পরিধান ও শুভ্র উত্তরীয় বসন স্কন্ধে ধারণ, দক্ষিণ হস্তে যষ্টি ও চরণে ব্যাঘ্র চর্ম্মের পাদুকা পরিধান করিয়া বাটীর বর্হিদ্বারে উপস্থিত হইয়া (উচ্চৈঃস্বরে) কোথায় গোপীবাবু বাটীতে আছেন কি।

বিশ্বনাথ। প্রভু বাটীর বর্হিদ্দেশে গমন করিলে পর বৈটক খানার বিছানা পরিস্কার ও হুক্কার জল পরিবর্ত্তনাদি বৈকালীয় কার্য্য সমাধা করিতেছিল, এমত সময় বর্হিদ্বারস্থ ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া কহিল, কেওগা?

বিদ্যারত্ন। আমি জ্ঞান সাগর বিদ্যারত্ন, তোমার প্রভু কি বাটীতে আছেন?

বিশ্বনাথ। (সসম্ভ্রমে) আজ্ঞে, তিনি এই

ন ও পান্নার বাবুদের সঙ্গে একছুটে বড় রাস্তায় গমন করিয়াছেন, অতি সিগ্গির আসি-বেন, যদি আপনার দরকার থাকে তবে খানি-ক্ষণ বৈটক খানা ঘরে বসুন, এখনি দেখা হবে।

বিদ্যারত্ন। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া) আচ্ছা বিশ্বনাথ আমি বিশ্রাম করিতেছি, তুমি একবার আমার সেবা লও, এই কথা বলিয়া বৈটক খানা ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাকিয়ার উপর উত্তরীয় বসন রাখিয়া তাহাতে ঠেস দিয়া বসিলেন।

বিশ্বনাথ, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়া অতি সত্বরে বড় ডাবা হুক্কার জল ফিরাইয়া বৈদ্য বাটীর এক ছিলাম কড়া তামাক্ সাজিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় একে বৃদ্ধ, তাতে আবার বৈদ্য বাটীর কড়া তামাকু, এক টান দিতে না দিতে অমনি (খক্ খক্ করিয়া) কাশিতে লাগিলেন, তাঁহার তামাকু খাওয়া দূরে থাক প্রাণ বাঁচান ভার হইয়া উঠিল।

বিদ্যারত্ন। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিশ্বনাথের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওরে বাপু বিশ্বনাথ! এমন তামাক্ কোথায় পাইলে?

বিশ্বনাথ। কেন মহাশয়! কি হইয়াছে, এ বদ্দিবাটীর খাস তামাক্, কাল্‌কে আমার ছোট ভাই বাড়িথেকে এনেছে, সে এই তামাকু নিয়ে এয়েছে, তাই আপনাকে সেজে দিচি।

বিদ্যারত্ন। বিশ্বনাথ! তবে কি তোমার বাটী বৈদ্য বাটী?

বিশ্বনাথ। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়, আমার বাড়ী বাদ্দিবাটী।

বিদ্যারত্ন। তবে বিশ্বনাথ! তোমার বাটীতে কে২ আছে?

বিশ্বনাথ। মশাই গো দুঃখের কথা কি কহিব, আমার অনেক পুস্যি, বুড়ো মা, বুড়ো বাপ, চারিটি আইবুড়ো ভোগিনী, আর আমাদের সাত বৌ, ও আমরা সাত ভাই, একটী গরু আছে

বিদ্যারত্ন। বিশ্বনাথ! তবে তুমি একজন বৈদ্য বাটীর মধ্যে প্রধান গৃহস্থ?

দেখেশুনে হতজ্ঞান।

বিশ্বনাথ। [illegible] হাঁমশাই, আমাদের নামে বদ্দিবাটীর লোক সকল হাড়ে কাঁপে।

বিদ্যারত্ন। তবে বিশ্বনাথ! তুমি কেন চাস বাস না করিয়া পরের চাকরী স্বীকার করিয়াছ?

বিশ্বনাথ। বিদ্যারত্ন মহাশয়! দুঃখের কথা কি কহিব আমি পূর্ব্বে চাস বাস করিতাম, আমার সাত খানা নাঙ্গল ছিল, ধান, কলাই, গমে প্রভৃতি কত শত দ্রব্য উৎপন্ন হইত, কিন্তু তিন চারি বৎসর হইল আর ভাল রূপে ফসল হয় না. কারণ কালের অধর্ম্মে রাজা বিনি শোকে আর মেঘে অল্প জল, পৃথিবী শস্য হিনা, এরূপ নানা প্রকার অসম্ভব দেখেশুনে আমি একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পরের চাকরী স্বীকার করেছি, কি করি পেটেতো এক মুটো খেতে হবে আর পরিবারদিগকে ও এক খানা মোটা কাপড় ও মোটা ভাত দিতে হবে।

বিদ্যারত্ন। হাঁ বিশ্বনাথ. তুমি যে কথা কহিলে সকলি প্রমান, কারণ এখনকার ক্রিয়া সকল দর্শন করিয়া হতজ্ঞান হইতেই হয় বটে।

বিদ্যারত্ন মহাশয় বিশ্বনা[illegible]তে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত কালে উক্ত বন্ধুগণ ও সন্ন্যাসী সমভিব্যাহারে গোপীবাবু স্বীয় মন্দিরে প্রত্যাগমন করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়কে [illegible]ন মাত্রে (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) এই যে বিদ্যারত্ন মহাশয়! (করজোড়ে) প্রণাম হই।

বিদ্যারত্ন। (হস্তোত্তোলন করিয়া) জয়স্তু, লক্ষ্মী নারায়ণ কৃপা করুন।

গোপীবাবু। মহাশয়! এ অধমের বাটীতে কতক্ষণ আগমন করিয়াছেন?

বিদ্যারত্ন। প্রায় দুই দণ্ড হইল আসিয়াছি, তোমার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে ছিলাম কিন্তু তোমার ভৃত্য কহিল (মহাশয়) বাবু এক-চটে বড় রাস্তায় গমন করিয়াছেন, অতি সত্বরে আসিবেন, আপনি কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করুন, সেই নিমিত্ত তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

গোপীবাবু। মহাশয়! আমি এক বিষম ব্যাপারে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, এই কথা বলিয়া, সন্ন্যাসীর তাবদ্বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন।

পরে সন্ন্যাসীকে উত্তমাশনে উপবেসন করাইয়া নানা প্রকার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের দ্বারায় তাঁহাকে পরম তৃপ্তিত করাইয়া পরিশেষে অতি ধীর ও বিনীত ভাবে কহিলেন, (হে মহাত্মন্ যোগীবর!) আপনি কি জন্য সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বেসে তির্থে২ ও গ্রামে২ পরিভ্রমণ করিতেছেন? ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত অকপটে ব্যাক্ত করিয়া আমাদিগের কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুণ।

সন্ন্যাসী। গোঁদীবাবুর এতদ্রূপ বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার যুগল নেত্র হইতে অনবরত বারিধারা পতিত হওয়াতে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল।

কিন্তু সাধু ব্যক্তিদিগের শোক বহুক্ষণ থাকে না, দৈবশতঃ যদিস্যাৎ তাঁহাদিগের শোক সিন্ধু প্রবলরূপে উল্থিত হয়, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরপরায়ণ সাধুগণ স্বীয় জ্ঞান রূপ শোষকাস্ত্র দ্বারায় তাহা নিবারণ করিয়া থাকেন, সেই রূপ সন্ন্যাসী ক্ষণকাল মাত্র শোক সাগরে

নিমগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার হর্ষ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীর এবম্বিধ ক্রিয়া দেখিয়া সকলে অত্যন্ত ভীত ও সন্দেহান্বিত হইল।

গোপীবাবু সন্ন্যাসীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, (হে ঈশ্বর পরায়ন্!) আমরা আপনকার বিষাদ ও হর্ষ একেবারে উদয় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও সন্দেহান্বিত হইয়াছি, যদি আপনার কোন কষ্টবোধ না হয়, তবে ইহার বৃত্তান্ত সমুদয় আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করিয়া আমাদের উদ্বিগ্ন চিত্তকে সুস্থ করুন।

সন্ন্যাসী। গোপীবাবুর বিনয় উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, (হে গুণশ্রেষ্ঠ) আপনি কহিলেন, যদি আপনার কোন কষ্ট বোধ না হয় তাহা হইলে স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করুণ, কিন্তু (হে ধীর) বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে ব্যক্তি জলধিজলে সদা সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে তাহার কি কখনো শিশিরের দ্বারায় কোন অনিষ্ঠ ঘটিতে পারে, সেই রূপ আমার দেহ ভয়ানক ও অসহ্যনীয়

দেখশুনে ইত্যাদি।

শোক রূপ ... সদা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই কথা ব্যক্ত রূপ শিশিরের দ্বারায় আমার কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

অতএব (হে দয়াবান্!) এ অধমের জন্ম বৃত্তান্ত ও কি জন্য সন্ন্যাসী বেশে তির্থে২ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি. যদ্যপি নিতান্ত আপনাদিগের শুনিবার বাসনা হইয়া থাকে তবে শ্রবণ করুন। ইহা বলিয়া সন্ন্যাসী স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল।

সন্ন্যাসীর জন্ম বৃত্তান্ত॥

বৈরাট নামেতে আছে অপূর্ব্ব নগর।
চারি জাতি বাসস্থান অতি মনোহর॥
তথায় আছিল মম জনকের ধাম।
সর্ব্ব জন খ্যাত ভক্তপ্রিয় বলি নাম॥
শূদ্র কূলে জন্ম তাঁর দ্বিজ ভক্ত অতি।
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রীয়, ধর্ম্মে সদা মতি॥
এক স্ত্রী বিনা অন্যে মন নাহি ছিল।
তাঁর গর্ভে ক্রমে চারি নন্দন জন্মিল॥

দেখেশুনে হতজ্ঞান

আমি জ্যেষ্ঠ কুলাঙ্গার অভাজন [illegible]।
তারাপদ নাম মম শুন মহাম[illegible] ॥
উমাপদ নামেতে মধ্যম মম যেই।
শ্যামাপদ নামেতে তৃতীয় ভাই সেই ॥
কালীপদ নামেতে কনিষ্ঠ মম ভাই।
এই চারি পুত্র বিনা তার ছিল নাই ॥
এই রূপে পিতা মম অতি সুখ ভরে।
পরিজন লয়ে সদা গৃহধর্ম্ম করে ॥
মিথ্যা এ মানব দেহ চির দিন নয়।
জানিয়া শুনিয়া জীবে ভ্রান্ত হয় ॥
এখানেতে পিতা মম পরে কিছু কাল।
ত্যজিল ভৌতিক দেহ হইল পরকাল ॥
পিতার বিয়োগ শোকে কাতর হইয়া।
কাঁদিতে লাগিল মাতা পড়ে বিনাইয়া ॥
মাতার রোদনে মোরা করি যে রোদন।
প্রবোধ করয়ে আসি প্রতিবাসীগণ ॥
ক্ষান্ত হও তারাপদ বলে সবার।
বৃথায় রোদন তুমি কেন কর আর ॥
পিতা মাতা লয়ে ঘর চিরদিন নয়।
কাল বশে সবাকার হইবেক ক্ষয় ॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে তুমি জ্যেষ্ঠ সবাকার।
তোমার উচিত নয় থাকা শবাকার ॥
সান্ত্বনা করহ তব যত ভ্রাতৃগণে।
মাএরে প্রবোধ দেহ বিনয় বচনে ॥

সবার বচনে আস্ত হও মহামতি।
মৃত জনকেরে লয়ে শীঘ্র কর গতি॥
এই রূপ মোরে চাহি প্রতিবাসীগণে।
বহুমতে বুঝাইল সুমিষ্ট বচনে॥
প্রতিবাসীর বচনে চিত্তে ধৈর্য্য হয়ে।
দাহক্রিয়া করিলাম পিতৃ দেহ লয়ে॥
গৃহে আসি জননীরে আর সহদরে।
নানা মতে বুঝালেম বহু যত্ন করে॥
পরে সমারোহে শ্রাদ্ধ করি সমাপন।
পৈতৃক বিষয় তবে করি নিরিক্ষন॥
পিতৃ ধন দেখি বুঝিলাম অনুভাবে।
পরিমিত ব্যায় করি সুখে দিন যাবে॥
পূর্ব্বে পিতা যেই রূপ করিতেন ব্যায়।
নিয়মিত মতে আমি করি তাঁর ন্যায়॥
শিক্ষকের স্থানে ক্রমে যত ভ্রাতৃগণে।
অর্পিলাম সবে বিদ্যা শিক্ষার কারণে॥
যৌবন উদয় দেখি ভ্রাতৃ সকলের।
নিরূপন করিলাম কন্যা বিবাহের॥
পরে ভ্রাতৃগণে ডাকি করি অবগত।
মেজভাই বিনা সবে হইল সম্মত॥
একথা শুনিয়া তারে সুধাই বচন।
সে তাহার প্রত্যুত্তর করিল তখন॥
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মতে যদি পার বিভা দিতে।
তাহা হলে শুন আমি পারি যে করিতে

সেকথা শুনিয়া আমি ভ্রাতারে বুঝাই।
কাল হও ভাইরে ও মতে কার্য্য নাই॥
তথাপি না পারিলাম রাজি করিবারে।
বহুমতে দেখিলাম বুঝাইয়া তারে॥
অবশেষে সে বিষয়ে ক্ষান্ত যে হইয়ে।
একে২ দুভেয়ের দিলাম যে বিয়ে॥
নিজ গৃহে আনি পরে ভ্রাতৃবধূগণে।
প্রতিপালন করি আমি সবারে যতনে॥
আমার মধ্যম ভাই উমাপদ যেই।
স্ত্রীর বশিভূতা সদা হইলেক সেই॥
এমনি স্ত্রীর সেই হইলেক বশ।
মনে করিলেক তারে করে ওউবস॥
কালীপদ নামে সর্ব্ব কনিষ্ঠ যে মোর।
গাজা, গুলি. চরসেতে হইলেক ভোর॥
মদ্য পান করি সদা গণিকা আলয়।
রাত্র দিন মন সুখে তথায় রহয়॥
এ সকল দেখি যত প্রতিবাসীগণ।
ডাকিয়া আমারে নন্দ করিল লাঞ্ছন॥
গৃহে আসি ভ্রাতৃগণে করি অবগত।
সে মতেতে কোন ভাই না হয় সম্মত॥
ক্রমে সেই ভাবে কিছু দিন গত হয়।
অতপর কহিতেছি শুন মহাশয়॥

সন্ন্যাসীর ভ্রাতৃগণের পরস্পর বিচ্ছেদ।

মধ্যম ভ্রাতৃবধু মনে বিচারিয়া।
আপনার যুগল দেবরে ডাকাইয়া॥
স্বামীসনে গিয়া অতি গোপনিত স্থানে।
কহিতে লাগিল তা সবার বিদ্য মানে॥
শুনহ সকলেতে বচন আমার।
কহিতেছি গুন তোমা সবার দাদার॥
বাঞ্ছা করি তোমা সবাকারে ফাঁকি দিতে।
স্ত্রী পুত্রের নামে বিষয় লাগিল করিতে॥
চিরদিন তোমা সবাকারে ভাল বাসী।
সে কারণে কহিলাম গোপনেতে আসি।
পৈতৃক বিষয়ে অধিকার সবাকার।
তিনি যেন ঈশ্বর তোমরা দাস তার॥
আমার বচনে সবে অংশ করি লহ।
সেই রূপ তোমরা যে কর্ত্তৃত্ব করহ॥
সর্ব্বাপেক্ষা বটঠাকুর সুচতুর অতি।
কি জানি বুঝিতে নারি তোমাদের মতি॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী ঘর ভাঙ্গানী নারী।
কার সাধ্য বুঝিতে পারিবে সে চাতুরী॥
বড় ভাল নারী কিন্তু অতিশয় মন্দ।
দেখ ভায়েং সবে বাধাইল দ্বন্দ॥

দেখেশুনে হতজ্ঞান।

মনঃ বাঞ্ছা হবে করে মন মদ।
যদি না পিরিস থাকে তবে বিপদ॥
মেজ বৌ যা কহিল কভু মিথ্যা নয়।
ভাগ করি নিব মম পৈতৃক বিষয়॥
সেজ ভাই শ্যামাপদ ব্রাহ্মধর্মী যিনি।
স্বীয় মনে বিবেচনা করিলেন তিনি॥
সকলে বিবাহ করি হইল সংসারী।
নানা সুখ ভোগ করে দিবস সর্ব্বরী॥
আমি অভাজন মম থাকিতে বিষয়।
সমাজের খরচ সময়ে নাহি হয়॥
আমি এই ব্রাহ্মধর্মী এরা হোলো আর।
ইহাদের সনে মিল হবে কি প্রকার॥
অতএব বিভাগ করিয়া লব ধন।
সমাজের খাতে করিব অনুক্ষণ॥
এইরূপ পরামর্শ করি পরস্পরে।
সকলে আসিয়া মোরে কহিলেক পরে॥
হাহুতাশ করি আমি সে কথা শুনিয়া।
বুঝালেম বহু মতে নিষেধ করিয়া॥
সে কথায় কেহ নাহি নিষেধ মানিল।
পুনঃ২ আপনার অংশ যে চাহিল॥
সে কথা শুনিয়া আমি হয়ে দুঃখ মন।
দিলাম বিভাগ করি পৈতৃক যে ধন॥
অবশেষে কহিলাম চাহি ভ্রাতৃগণে।
আমার বচন ভাই শুন সর্ব্বজনে॥

ব্রহ্ম দাতা শালগ্রাম সবাকার হয়।
তাঁদের করিতে সেবা করহ নির্ণয় ॥
উত্তর করিল সবে সে কথা শুনিয়া।
পালন করহ তুমি জননীরে নিয়া ॥
কি ফল হইবে পূজা করিলে শিলারে।
গোহাগাড়ে লইয়া ফেলিয়া দাও তারে ॥
আপনি করহ সেবা যদি ইচ্ছা হয়।
নচেৎ বা বাগানায় কর মহাশয় ॥
এই কথা বলি মোরে যত ভ্রাতৃগণ।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে করিল গমন ॥
সেই ভাবে কিছু দিন গত যে হইল।
তৎপর কহিতেছি যে দশা ঘটিল ॥
মেজ ভাই শ্যামচাঁদ ব্রাহ্মধর্ম্মী যিনি।
কপট ধার্ম্মিক হয়ে তর্ক করেন তিনি ॥
গুরু পুরোহিত যদি আইসে বাটীতে।
বলে ভণ্ড বাপু মোরে কাজ কি তোমাতে ॥
সমাজেতে গিয়া তবে অতি সুখভরে।
সামাজিকগণ সঙ্গে সদা বাস করে ॥
সমাজের সভা যত মনে বিচারিয়ে।
ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে তার দিলেন যে বিয়ে ॥
কিছু দিন পরে সবে পায় সমাচার।
বেশ্যাকুলে জন্ম হইয়াছে সে কন্যার ॥
জাতি ভ্রষ্ট হইল তাই এ কথা শুনিয়া।
জ্ঞাতিগণ নাহি লয় তারে কেহ নিয়া ॥

দেখেশুনে হতজ্ঞান ।

পৈতৃক বিষয় পেয়ে ভাই কালীপদ ।
অহঙ্কারে ধরাপরে নাহি দেয় পদ ॥
গুলি, গাঁজা, চরসাদি করি মদ্য পান ।
বেশ্যাতে আশক্ত হয়ে কাল সে কাটান ॥
ঘরে অন্ন নাহি পায় তার পরিবার ।
চৈতন বিল, অঙ্গে খড়ি যেন শবাকার ॥
অভাগিনী হইয়াছে অভাবে বসন ।
পতির স্মরিয়া গুণ করয়ে রোদন ॥
কিন্তু বেশ্যালয়ে তার ধুম ধাম কত ।
সে কথা কহিয়া আমি জানাইব কত ॥
বুঝ মহাশয়গণ অনুভব করি ।
এই রূপে মত্ত ভাই দিবস সর্ব্বরী ॥
অল্প দিন মধ্যে হইল সর্ব্ব ধন ক্ষয় ।
ক্রমেং খরচের অনাটন হয় ॥
অন্নের অভাবে শেষে কাতর হইল ।
মেজ ভায়ের গৃহে গিয়া দরশন দিল ॥
সে তাহারে দেখি যত্ন করি যথোচিত ।
স্নেহ করি ভোজন যে করায় ত্বরিত ॥
দিন দুই তিন মম তথায় থাকিতে ।
মেজ বধুমাতা তাকে নারিল দেখিতে ॥
স্বামীরে ডাকিয়া বহু তিরস্কার করে ।
কহিতে লাগিল তারে অতি কোপ ভরে ॥
চারিভাই সমনাংশে পাইলেত ধন ।
ঠাকুরপোকে তবে খেতে দিব কি কারণ ॥

এ কথা শুনিয়া তারে কহিতেছে বাণী।
হেন কর্ম্ম কেমনে করিব বলগুনিনী
সহোদর ভাই তাহে বয়সে কনিষ্ঠ।
কেমনে করিব হেন রীতি যে অনিষ্ট॥
সে কথা শুনিয়া ধনি আরো যে কহিল।
গর্জ্জন করিয়া তার প্রত্যুত্তর দিল॥
তবে যদি মম কথা না শুনিবে তুমি।
এই দেখ পিত্রালয়ে চলে যাই আমি॥
সে কথায় হয়ে ভীত কহিল তাহায়।
যাহা মনে কর আজ্ঞা দিলাম তোমায়॥
দেবরে বাহির করি শান্ত যে হইল।
স্বামী সনে পুনর্ব্বার মিলন করিল॥
আছিলেক যত ধন ক্রমে সমুদয়।
একে২ পাঠাইল জনক আলয়॥
এইরূপে মেজ ভাই হইল নির্ধন।
স্ত্রীর বাধ্য কেহ না হইও কদাচন॥

অথ সন্ন্যাসীর গৃহত্যাগ।

অতঃপর এক দিন আছি গৃহ পরে।
আচম্বিতে ভৃত্য আসি নিবেদন করে॥

[illegible]খে দেখি আইলাম মহাশয়।
রাজদূতে [illegible]মার ভ্রাতারে বান্দি লয়॥
সে কথা শুনিয়া আমি অবিলম্বে যাই।
কনিষ্ঠ ভ্রাতারে দেখি কারণ সুধাই॥
রাজদূত বলে বেটা চুরি করিয়াছে।
সে নিমিত্ত লয়ে যাই ভূপতির কাছে॥
সে কথা শুনিয়া আমি বিনয় করিয়া।
উদ্ধার করি যে তারে বহু ধন দিয়া॥
গৃহোপরে আনি তারে করিয়া যতন।
পিন্ধন করিতে দিই উত্তম বসন॥
ভোজন করাই তারে নানা উপচারে।
শয়ন করিতে দিই বিচিত্র মন্দিরে॥
সহোদরে এই রূপে রাখিয়া আলয়।
ক্রমে সেই ভাবে কিছুদিন গত হয়॥
পরে দৈববশে মাতা শরীর তেজিল।
সমারোহ করি তাঁর শ্রাদ্ধ হইল॥
দৈবে কার্য্যবসে আমি গিয়াছি বাহিরে।
আশ্চর্য্য যে দেখিলাম গৃহে আসি ফিরে॥
ধন রত্ন দ্রব্য কিছু দেখিতে না পাই।
গৃহিনীর কাটামুণ্ড দেখিয়া ডরাই॥
ভ্রাতার গুণ পরে হইল অবগত।
দেখেশুনে একেবারে হইল জ্ঞানহত॥
সে অবধি সন্ন্যাসীর বেশ যে ধরিয়া।
তীর্থে২ গ্রামে২ বেড়াই ভ্রমিয়া॥

এই মম বৃত্তান্ত শুনহে দয়াবান।
ইহাপেক্ষা আর কিবা আছে হতজ্ঞান॥

সন্ন্যাসী। স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। (মহাশয়গণ!) আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, কালের কি বিচিত্র গতি, পূর্ব্বকালে সহোদরের কি অকৃত্রিম প্রণয় ছিল, সেকথা স্মরণ করিলে পাষাণ্ডকরণ ব্যক্তিদিগেরও হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়, কিন্তু এ কালে ভ্রাতা পরস্পরের পরম মিত্রতা ভাব দর হইয়া সম্পূর্ণ সত্রুতা ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, কালক্রমে স্বাধিন পুরুষগণেরাও চিরপরাধীনা স্ত্রীদিগের নিকট দাসত্ব শৃঙ্খলে যাবজ্জীন বদ্ধ হইতেছে।

অতএব মহাশয়গণ! একালের চরিত্র ও জনগণের কর্ম্মকাণ্ড সকল দর্শন করিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইয়াছি।

পরে সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত সমাপন হইলে গোপী বাবু বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যোগীরাজের বৃত্তান্ত শ্রবণ উৎসুক হইয়া মহাশয়ের সহিত উত্তম রূপে আলাপন করিতে ত্রুটি করিয়াছি, অতএব মহাশয়! আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, এক্ষনে জিজ্ঞাসা করি, আপনকার কাইক এবং বাটীর সমস্ত কুশলতো?

বিদ্যারত্ন। গোপীবাবুর কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হাঁ বাপু! জগদীশ্বরের কৃপায় বাটীর সমস্ত কুশল আর আমার শারীরিক মঙ্গল বটে।

গোপীবাবু। মহাশয়! শারীরিক মঙ্গল বটে বলিয়াই যে আপনি নিরস্ত হইলেন, তবে কি মহাশয়ের আন্তরিক কিছু অসুখ আছে?

বিদ্যারত্ন। হাঁ বাপু! আন্তরিক কিছু কি সম্পূর্ণ অসুখ, কারণ কালে২ সকলি বিপরীত হইয়া উঠিল, মানী ব্যক্তির মান হীন হইল, বিদ্বান ব্যক্তিরা অপদস্থ হইয়া মূর্খ মধ্যে গণ্য হইল।

গোপীবাবু। সেকি মহাশয়! আপনি যে অসম্ভব কথা কহিলেন, মানী ব্যক্তিরাই বা মান হীন হবেন কেন, বিদ্বানব্যক্তিরাই বা মুখ

মধ্যে গণ্য হবেন এ অতি আ[illegible]
নূতন কথা শুনিতেছি।

বিদ্যারত্ন। বাপুহে! বলিব কি এক্ষণে সর্ব্ব-
ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় কেহবা নানা রূপ
দ্রব্য বিক্রয় ও কেহবা অখাদ্য ভক্ষণ কেহবা কু-
পরামর্শ প্রভৃতি অন্যং অসত কর্ম্মে কাল যাপন
করেন, সুতরাং মানীব্যক্তিরা সে স্থানে গমন
করিলে হতমান হইতে হয়, যদি বল মানী
ব্যক্তীদিগের সে স্থানে যাইবার প্রয়োজন কি,
কিন্তু মানীব্যক্তিরা নিরন্তর আপন গৃহেতে
থাকিয়া কাহার সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ না
করিলেও তাহার যে মানের কোন ফলোদয় হয়
না (যেমন ভাষাকথায় বলে গাঁয়ে মানেনা আ-
পনি মোড়ল) এইরূপ উভয় পক্ষেই মানী ব্যক্তি-
দিগের মানের লাঘব দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন পূর্ব্বকালে শুনা আছে যে মাণ্ডব্য
মুনি চোর সমভিব্যাহারে থাকিয়া ভূপতি
কর্ত্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া শূলে উপবেশন
করিয়াছিলেন, সেই রূপ এক্ষণে ব্যক্তি সকল
একপত্র বহি পড়িয়া বা না পড়িয়া আপনা-

[illegible]নের বৃদ্ধির নিমিত্ত পাণ্ডিত্য পদে পদার্পন করিতেছে, সুতরাং বিদ্যাবান্ ব্যক্তি-দিগকে অপদস্থ হইতে হইল।

গোপীবাবু। আজ্ঞে হাঁ! যথার্থ সে কথা মিথ্যা নয়, মহাশয়! শুনিয়াছিলাম যে আপনি একখানি অভিনব পুস্তক রচনা করিতেছিলেন তাহার কি হইল?

বিদ্যারত্ন। বাপূহে! রচনা করিব কি এখন কার ক্ষুদ্র গ্রন্থকারকেরা ক্ষুদ্র২ গ্রন্থ রচনা করিয়া অত্যন্ত মান্যবান্ হইয়াছেন, এক্ষণে মহত২ বিদ্যান ব্যক্তিরা গত হইয়াছেন বলিয়াই সামান্য গ্রন্থ কারকদিগের তেজ ক্ষুদ্র হইলেও চতুর্দ্দিগে প্রদীপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। (পণ্ডিত কর্ত্তৃক কথিত আছে) যথা।

অধ্বগমন মনেকা স্তারকা বিস্ফুরন্তি,
প্রতিগৃহমপি দীপাঃ দর্শয়ন্তি প্রভুত্বং,
দিশি২ বিলশন্তঃসন্তি খদ্যোত
পোতাঃ সবিতরি পরিভূতে কিং
নলোকৈর্ব্যলোকি।

অস্যার্থঃ। মহৎ তেজশালী যে সূর্য্য তিনি অস্তাচলে গমন করিলে অতি ক্ষুদ্র [illegible] জ্যোতি-র্ধারী যে তারাগণ তাহারা আকাশ পথে জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া হর্ষ প্রকাশ করেন, আর প্রতি ঘরে২ প্রদীপ সকলেও অতি সা-মান্য স্থানকে আলো করিয়াই আপনারা প্রভুত্ব প্রকাশ করে, স্থানে২ খদ্যোত অর্থাৎ জোনাকপোকা সকল আমরাই জগত আলো করিয়াছি এই অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া সর্ব্বত্রে আহ্লাদিত হইয়া ভ্রমণ করে।

গোপীবাবু। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে কহিলেন মহৎ২ বিদ্বান্‌ব্যক্তিরা গত হইয়াছেন বলি-য়াই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারকদিগের মান্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তবে কেন মহাশয়! পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহা-দের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন না?

বিদ্যারত্ন। বাপু হে! গ্রন্থ প্রকাশ করিব কি, এখনকার পাঠকগণেরা যাঁহারা সনিবার রবি বার পাইলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন, তাঁহারা সনিবার রবিবার সম্বন্ধীয় মজার পুস্তক লইয়া

[illegible] করিতে বাসনা করেন ও ঐ সকল পুস্তক নিরন্তর আপনাদিগের নিকটে রাখেন, এবং উত্তম উপদেশযুক্ত গ্রন্থ পাইলে তাহাকে অনাদর করেন দেখিতে পাওয়া যায়, তবে আর পুস্তক রচনায় প্রয়োজন কি, (পণ্ডিত কর্ত্তৃক কথিত আছে) যথা;

ছেদশ্চন্দন চূতচম্পক বনৈঃ রক্ষেচ সাকোটকে, হিংসা হংসময়ূরকোকিলগণৈঃ কাকেন বহ্বাদরে, মাতঙ্গে তুরগে খরেচ তুলনা, কর্পূর কার্পাসয়া এসাযত্র বিচারণা গুণিজনা দেশাচ তস্মৈ নমঃ।

অস্যার্থঃ। যেখানে ব্যক্তি সকল চন্দন, চম্পক ও আম্র বৃক্ষকে ছেদন করিয়া স্যাওড়া গাছকে রোপন করে. আর হংস, ময়ূর, কোকিলগণকে বধ করিয়া কাকের বহু সমাদর করে. হস্তি, অশ্বকে, গাধার সহিত যে স্থানে তুলনা করে আর কর্পূরের সঙ্গে কাপাসের তুলনা

... করিয়া জীব সকলকে কিরূপ ব্যাবহার করিতে হয় ?

বিদ্যারত্ন। বাপু হে! তুমি যে প্রশ্ন করিলে তাহা সমুদয় ব্যক্ত করিতে গেলে রজনী প্রভাত হইয়া যাইবেক, অতএব সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ কর।

ভারত ভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরের উপর প্রভুত্ব না করিয়া অগ্রে আপনার উপর প্রভুত্ব কর, কারণ যে ব্যক্তি অন্যের ভৃত্য হইয়া তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, সে কিরূপ প্রকারে অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে, যেহেতুক, তোমার শরীরে ছয়জন প্রভু আছে তুমি তাহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে কি পরের উপর প্রভুত্ব করিবে, যদিস্যাৎ পরের উপর প্রভুত্ব করিতে বাসনা কর তবে অগ্রে আপনার উপর প্রভুত্ব কর, পরে অন্যের উপর প্রভুত্ব করিও।

আর লোভ ত্যাগ করিয়া সত্যের আশ্রয় লও, আর মৃত্তিকা অপেক্ষা দেহকে মৃত্তিকা বোধ কর, আর যদি সত্য জ্ঞান এই মৃত্তিকাময় দেহ

মৃত্তিকাই হইবে, তবে মৃত্তিকা হইবার মৃত্তিকা হওয়া আবশ্যক।

আর সংসার বিষের বৃক্ষ ইহাতে বিষ ফল ফলিয়াছে, যদিও ইহাতে বিষফল ফলিয়াছে তত্রাচ দুইটী ও সুধাফল ফলিয়াছে, একটী তার বিদ্যারূপ ফল তাহাতে রসের আস্বাদন, আর একটী ফল সাধু ব্যক্তিদিগের সহিত মিলন সে ফলে জ্ঞানের উদয় হয়।

আর যদ্যপি পরের মুখ হইতে কটু ভাষা শ্রবণ করিতে অনিচ্ছা কর তাহা হইলে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর, যদি দান করিতে অভিলাষ কর, তবে দরিদ্র দুর্ব্বল দেখিয়া দান করিও. কারণ ধনীব্যক্তিকে দান করিলে কোন ফল হইবে না. যদি বল সে কেমন, যেমন রোগির ঔষধ পথ্য. আরোগির পক্ষে নয়।

আর অত্যন্ত উচ্চ না হইও, নিম্ন হইও, ও অত্যন্ত উন্নত হইও না তাহা হইলে নত হইতে হইবে, সে কেমন, যেমন উত্তাপেতে করে বাষ্প সকল আকাশ পথে গমন করে কিন্তু পুনর্ব্বার

[illegible]র উত্তাপেতে করে জল হইয়া অধঃপতন হয়।

আর যদিস্যাৎ তোমার নিন্দা করিয়া কেহ সন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে তুমি তাহার উপর রুষ্ট হইও না বরং সন্তুষ্ট হইও, আর দেখ এক ব্যক্তির তুষ্টি জন্মাইবার জন্য কত শ্রম স্বীকার করিতেছ, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনি তুষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা ভাল আর কে আছে?

আর যদ্যপি দুর্বল অপরাধী ব্যক্তির উপর ক্রোধ হয়, তাহা হইলে ক্রোধের উপর ক্রোধ করা উচিত, আর মনুষ্যের সহিত দর্পণের ন্যায় ব্যবহার করিও, যদি বল সে কেমন, যেমন দর্পণেতে মুখ দেখিলে আপনার প্রতিবিম্বই দেখা যায় সেইরূপ মনুষ্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে তাহারাও তোমার সহিত সেই রূপ ব্যবহার করিবে।

আর যদিস্যাৎ স্বাধীন হইবার বাসনা কর তবে প্রবল প্রতাপশালী ইন্দ্রিয়গণের অধীন হইতে মনকে অপহৃত করিয়া সদা সর্বক্ষণ সাবধানে রাখিও, আর রিপুগণকে বশি-

ভূত করিবার পূর্ব্বে, শরীরে [illegible] [illegible]
করিও।

আর যে ব্যক্তি পরের ভাল করে. সে আপনার ভাল করে, আর যে ব্যক্তি পরের মন্দ করে. সে আপনার মন্দ করে, আর ঈশ্বরের অপার মহিমা ও আপনার আদি অন্ত এই কয়বিষয় সদাসর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিও, আর অপরের দোষ ও আপনার গুণ এই দুই বিষয় আপনার মনেতে কদাচ সূচাগ্রে স্থান দান করিও না।

বিদ্যারত্ন। বাপু হে। শুনিলেতো অতএব মহীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরের অপকার না করিয়া সদাসর্ব্বক্ষণ ভারতবর্ষের উন্নতি ও পরের উপকার কর কারণ সংসারেতে পর উপকারই ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এবং সেই সার, যথা (পণ্ডিত কর্ত্তৃক কথিত আছে) "যথা ধর্ম্ম তথা জয়"।

এখানে গোপীবাবু উক্ত বন্ধুগণের, সন্ন্যাসীর ও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেং অধিক রজনী হইল, সকলে অধিক রজনী হইয়াছে দেখিয়া গোপীবাবুর

[illegible] বিদায় লইয়া যে যাহার গৃহে গমন করিলেন, সন্ন্যাসীও আপনার অভিসন্ধি স্থানে গমন করিলেন।

গ্রন্থকারকও উক্ত বন্ধুগণের ও সন্ন্যাসীর, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইয়া লেখনিকে এপর্য্যন্ত ক্ষান্ত করিলেন।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত